আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসু

ডাক্তার শ্রীফণীন্দ্রনাথ বসু

বরদা এজেন্সী, কলেজ ষ্টীট, কলিকাতা, ভাদ্র ১৩৩৮

"ইহা ১৮৯৫ অব্দের কথা। সে সময় ডক্তার বসু বেতার যন্ত্র সম্বন্ধে গবেষণা করিতেছিলেন। বিনা তারে যে সংবাদ প্রেরণ করা যাইতে পারে তাহা তিনি কলিকাতায় তাঁহার একটি বক্তৃতায় দেখাইয়াছিলেন। কিন্তু এই গবেষণা সম্পূর্ণ হইবার পূর্বেই তিনি বিলাত যাত্রা করেন। বিলাতে গিয়া ডাক্তার বসু প্রথমে লিভারপুলে বৃটিশ এসোসিয়েশনে তাঁহার গবেষণা সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। এই বক্তৃতা শুনিয়া সকলেই মুগ্ধ হইলেন। শেষে তিনি রয়েল ইন্সটিটিউশন হইতে শুক্রবাসরীয় সান্ধ্য বক্তৃতা দিবার জন্য নিমন্ত্রিত হন। এই সংবাদ শুনিয়া ভারত সচিব তাঁহাকে আরও তিন মাসের ছুটি মঞ্জুর করেন। ডাক্তার বসুর এই বক্তৃতা শুনিয়া বিলাতের বৈজ্ঞানিক জগৎ খুব আকৃষ্ট হন। লর্ড কেলভিন প্রমুখ বৈজ্ঞানিকগণও তাঁহার উচ্চ প্রশংসা করেন"।

পৃ ৬৩

"বাংলা সরকারই ডাক্তার বসুকে বিলাতে পাঠাইয়াছিলেন। সেজন্য তাঁহার খরচ বাংলা সরকারই দিতেন। একখানি চিঠিতে জগদীশচন্দ্র লেখেন– "আমি এখানে (বিলাতে) গবর্নমেন্ট হইতে মাসিক ৪৫ পাউণ্ড অর্থাৎ বাৎসরিক ৮১০০ টাকা+বৃত্তি ২০০০+Research এর জন্য ২৫০০=১২৬০০ টাকা পাই। আমার assistant এবং কল ইত্যাদির বাবদ প্রায় ৪০০০ টাকা খরচ হয়, আর বাকীতে আমাদের এখানকার খরচ অতি সাবধানে চালাইতে হয়। কারণ এখানে অনিবার্য্য বৈজ্ঞানিকদের সহিত মেলেমেশার জন্য কিছু অধিক খরচ হয়"

পৃ ৮২

"তারহীন সংবাদ আবিষ্কার সম্বন্ধে ডাক্তার বসু মহাশয় লিখিয়াছেন– "অদৃশ্য আলোক ইট–পাটকেল, ঘরবাড়ী ভেদ করিয়া অনায়াসে চলিয়া যায়। সুতরাং ইহার সাহায্যে বিনা তারে সংবাদপ্রেরণ করা যাইতে পারে। ১৮৯৫ সালে কলিকাতা টাউন হলে এ সম্বন্ধে বিবিধ পরীক্ষা প্রদর্শন করিয়াছিলাম। বাঙ্গালার লেফটেন্যান্ট গবর্নর স্যার উইলিয়াম মেকেঞ্জি উপস্থিত ছিলেন। বিদ্যুৎ–ঊর্ম্মি তাঁহার বিশাল দেহ এবং আরও দুইটী রুদ্ধ কক্ষ ভেদ করিয়া তৃতীয় কক্ষে নানাপ্রকার তোলপাড় করিয়াছিল। একটা লোহার গোলা নিক্ষেপ করিল, পিস্তল আওয়াজ করিল এবং বারুদস্তূপ উড়াইয়া দিল"।

পৃ ১৬৬–১৬৭